সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ পেলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক সফিকুন্নবি সামাদি

সাময়িক প্রসঙ্গ, নতুনদিল্লি, ২০ নভেম্বর : এবছর সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ পেলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক সফিকুন্নবি সামাদি। দিল্লির সাহিত্য অ্যাকাডেমির কনফারেন্স হলে প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই ফেলোশিপ ভারতীয় নাগরিক নন, অথচ ভারতীয় সাহিত্যের ওপর গবেষণা করছেন এমন সার্ক অঞ্চলের দেশগুলোর বিশিষ্ট গবেষক ও সৃজনশীল লেখকদের দেওয়া হয়। সাহিত্য অ্যাকাডেমির সচিব ড. কে শ্রীনিবাস রাও, অনুষ্ঠানের অতিথি এবং উপস্থিত সাহিত্যপ্রেমীদের স্বাগত জানিয়ে অধ্যাপক সামাদির সাহিত্য-যাত্রা, উপমহাদেশের সাহিত্য জগতে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, অধ্যাপক সামাদি বাংলাদেশের চতুর্থ লেখক যিনি এই ফেলোশিপ পেয়েছেন।

অধ্যাপক সফিকুন্নবি সামাদির হাতে সাহিত্য অ্যাকাডেমির তরফে প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ তুলে দেওয়া হচ্ছে।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি, ড. মাধব কৌশিক অধ্যাপক সামাদিকে অভিনন্দন জানিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সাহিত্যচর্চাকে বিকশিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বিশ্ব নাগরিকের ধারণা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে সব দেশে বিশ্ব নাগরিক গড়ে তোলার ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন, আমার মতে অধ্যাপক সামাদি একজন শ্রেষ্ঠ বিশ্ব নাগরিক। তিনি আরও বলেন, এই বিশ্ব নাগরিক ধারণাটি লেখকরাই প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেখক না থাকলে বিশ্ব নাগরিকত্বের ভাবনা সব দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারত না। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, অধ্যাপক সামাদি এভাবেই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে একজন অর্থবহ সাংস্কৃতিক সেতু হিসেবে কাজ করে যাবেন।

অধ্যাপক সফিকুন্নবি সামাদি বক্তৃতায় তাঁকে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা-হিন্দিতে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নের সময়কালের কিছু স্মৃতিচারণ এবং মুন্সি প্রেমচাঁদকে নিয়ে কাজ করার ইচ্ছের কথা জানিয়ে বলেন, তিনি বাংলা অনুবাদেই প্রথম প্রেমচাঁদকে পড়েছেন। তিনি বাংলাদেশ-ভারতের জনগণের মধ্যে আরও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছে প্রকাশ করে বলেন, তামিল, মালয়ালম, তেলেগু, পাঞ্জাবি এবং হরিয়ানভির মতো ভারতীয় ভাষাগুলোর সাহিত্যকে আরও বেশি করে বাংলাদেশি জনসাধারণের কাছে পরিচিত করানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃতির অনুবাদের অনুশীলন এবং ভাষাকে মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাঁর বিশ্বাস, উভয় দেশের পরবর্তী প্রজন্মের লেখকরা এই অনুবাদ এবং সংযোগের কাজ চালিয়ে যাবেন।